যেহেতু মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধের মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধনী ২০২০) এর কিছু বিধান সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু নিম্নরূপ আইন প্রণীত হইল:

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও কার্যকারী।—

(১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধনী ২০২৬) নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত তারিখে ইহা কার্যকরি হইবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধনী ২০২০) সংশোধনের লক্ষ্যে তুলনামূলক বিবরণ:

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
২	**২। সংজ্ঞা।—**	**২। সংজ্ঞা।-** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬৩নং আইন), অতপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২-এর উপধারা (৬ক)-এরপর নিম্নরূপ নতুন উপধারা (৩০ক) হইতে (৪৬) পর্যন্ত সংযোজিত হইবে, যথা:- (৭খ) "এজাহার" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে লিখিতভাবে দায়েরকৃত সংঘটিত ও উদঘাটিত মাদক অপরাধ এর প্রাথমিক তথ্য বিবরণী। (৩০ক) "মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ৪৪-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা নির্ধারিত মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল; (১১ক) "ডগ স্কোয়াড" অর্থ মাদকদ্রব্য সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষিত কুকুর এবং তাহাদের পরিচালনাকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে গঠিত অধিদপ্তরের ইউনিট; (১১খ) "ডিজিটাল ডিভাইস" অর্থ সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬-এর ধারা ২-এর 'ণ'-এ বর্ণিত সংজ্ঞা; (১৪ক) "দন্ড" অর্থ এই আইনে বর্ণিত দন্ড; (১৪খ) "নোডাল এজেন্সি" অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর; (১৫খ) "পতাকা" অর্থ অধিদপ্তরের পতাকা; (১৫গ) "পদক" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রদেয় পদক; (২৭ক) "মনোগ্রাম" অর্থ অধিদপ্তরের মনোগ্রাম; (৩৫ক) "হাজতখানা" অর্থ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদক অপরাধ সংশ্লিষ্ট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখার স্থান;		একমত। তবে টেকনিক্যাল শব্দসমূহ সংজ্ঞার মধ্যে অন্তভুক্ত করতে হবে।
৩	৪। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।-** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৮ এর অধীন	৪। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।-** **(১)** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এমনভাবে বহাল ও কার্যকর থাকিবে	(৪)(i) বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) এর নির্দেশনা কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের	(১) একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	প্রতিষ্ঠিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এমনভাবে বহাল ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে।	যেন উহা এই আইনের অধীনে স্থাপিত হইয়াছে। (২) বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(১) এ উল্লেখিত কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এই অধিদপ্তরে পোশাক ও আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত জনবল একটি বাহিনী হিসেবে গণ্য হইবে। (৩) এই অধিদপ্তরের একটি মনোগ্রাম ও একটি পতাকা থাকিবে, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তৈরি ও ব্যবহৃত হইবে। (৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অসাধারণ কৃতিত্ব, বীরত্ব, সততা, দক্ষতা ও সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ পদক, সম্মাননা বা পুরস্কার প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যোগ্যতা, নির্বাচন পদ্ধতি, শ্রেণিবিন্যাস, সুবিধা ও অন্যান্য বিষয় বিধি বা নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে।	নিমিত্তে এবং সংস্থাটির সদস্যদের নির্ধারিত পোশাক, আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে লিডিং এজেন্সি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। (ii) অধিদপ্তর অন্যান্য সংস্থার ন্যায় গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, তল্লাশি, মাদকদ্রব্য আটক ও জব্দ, মামলা রুজু, তদন্ত, প্রসিকিউশন প্রদান ইত্যাদি কাজ করে থাকে। (৫)(i) দেশে বিদ্যমাণ অন্যান্য সংস্থার সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার এবং অধিদপ্তরের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিজস্ব পতাকা, মনোগ্রাম বা প্রতীক থাকলে বাহিনী/সংস্থার স্বতন্ত্র পরিচয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (ii) এতে অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনী ও বিশেষায়িত সংস্থার মতো একটি আনুষ্ঠানিক পরিচয় গড়ে ওঠে। (iii) অপারেশনাল ও আনুষ্ঠানিক কাজে ব্যবহার, অভিযান, প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার এবং রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সরকারি পরিচয় প্রদর্শনের জন্য পতাকা ও মনোগ্রামের প্রয়োজন হতে পারে। ভুয়া পরিচয় ব্যবহার প্রতিরোধেও এটি সহায়ক। (iv) **আইনগত সুরক্ষা** মনোগ্রাম, পতাকা বা পদকের অবৈধ ব্যবহার, জালিয়াতি বা অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনগত ভিত্তি তৈরি হয়। অনুমোদিত প্রতীক ব্যবহারের নিয়ম নির্ধারণ করা যায়। (৬) কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান	(২) ‘বাহিনী’ এর পরিবর্তে ‘বিশেষায়িত সংস্থা’ প্রতিস্থাপিত হবে । (৩) একমত (৪) একমত উল্লেখিত বিষয়সমূহ ধারা ৬ (অধিদপ্তরের কার্যাবলী) এ স্থানান্তর হইবে।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			মাদকবিরোধী অভিযানে অবদান, সাহসিকতা বা সাফল্যের জন্য পদক প্রদানের বিধান থাকলে কর্মকর্তাদের কর্মোদ্যম ও পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার ব্যবস্থা গড়ে তোলে।	
৪	**৫।অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।-** (১) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে । (২) সরকার, প্রয়োজনবোধে, দেশের যে কোনো স্থানে অধিদপ্তরের অধঃস্তন বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।	**৫।অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়।-** (২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যে কোনো স্থানে অধিদপ্তরের অধঃস্তন বা সার্কেল কার্যালয় স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।	১. প্রশাসনিক কাঠামোর স্পষ্টতা "শাখা" শব্দটি সাধারণ ও অনির্দিষ্ট; এর প্রশাসনিক মর্যাদা, কার্যপরিধি ও দায়িত্ব স্পষ্ট নয়। "অধস্তন অফিস" ও "সার্কেল" শব্দ ব্যবহার করলে সাংগঠনিক কাঠামো সুস্পষ্ট হয় এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। ২. **মাঠ প্রশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্য** বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো বিভাগ, জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক। একই কাঠামো অনুসরণ করলে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচারিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় সহজ হয়। ৩. **সেবার বিকেন্দ্রীকরণ** উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিস স্থাপনের আইনগত ভিত্তি থাকলে মাদকবিরোধী কার্যক্রম জনগণের কাছাকাছি পৌঁছানো সম্ভব হবে। তথ্য সংগ্রহ, সচেতনতা কার্যক্রম, লাইসেন্সিং, তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি অধিক কার্যকর হবে। উপজেলা পর্যয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের শাখা অফিস রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে মাদকের অপব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০.... এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। ৪. **মাদক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সম্প্রসারণ** মাদক পাচার ও অপব্যবহার শুধু বড় শহরকেন্দ্রিক নয়; গ্রামীণ ও সীমান্তবর্তী এলাকায়ও বিস্তৃত। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাংগঠনিক উপস্থিতি থাকলে নজরদারি ও অভিযান কার্যক্রম শক্তিশালী হবে।	প্রস্তাবিত ধারা সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			৫. **আইনগত ক্ষমতার নির্দিষ্টতা** "দেশের যে কোনো স্থানে শাখা " স্থাপনের ক্ষমতা অত্যন্ত বিস্তৃত ও অস্পষ্ট। বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায় নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় ক্ষমতার ব্যবহার আরও সুনির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ হয়। **৬. জনবল ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার সুবিধা** অফিস ও সার্কেলভিত্তিক কাঠামো থাকলে জনবল নিয়োগ, পদায়ন, বাজেট বরাদ্দ ও তদারকি সহজ হয়। সাংগঠনিক ইউনিটগুলোর কার্যপরিধি ও কর্তৃত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায়। **৭. ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের আইনি ভিত্তি** আইনেই উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত অফিস স্থাপনের ক্ষমতা থাকলে ভবিষ্যতে প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন অফিস প্রতিষ্ঠায় বারবার আইন সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। **৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধি** দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাদকের অপব্যবহার বৃদ্ধির ফলে উপজেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৯. ভৌগোলিক বাস্তবতা	
৫	৬।**অধিদপ্তরের কার্যাবলি।-** অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:- (ক) মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; (খ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যে কোনো ধরনের গবেষণা বা জরিপ পরিচালনা; (গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঘ) মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়	**৬।অধিদপ্তরের কার্যাবলি।-** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে নোডাল এজেন্সি হিসেবে অধিদপ্তরের কার্যাবলি হইবে নিম্বরূপ। যথা: (ক) মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ দমনে আইন প্রয়োগ, ফাইন্যান্সিয়াল ও সাইবার ক্রাইম, তদন্ত, প্রসিকিউশন, মামলা রুজুকরণ/রেকর্ডকরণ এবং মাদকদ্রব্য-সৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; (গ) মাদকদ্রব্য উৎপাদন, মজুদ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্স, পারমিট, পাস, অনুমোদন, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, তদন্ত, তদারকি এবং এতদ্সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;		(ক) একমত। (গ) একমত তবে উৎপাদন শব্দের পর মজুদ, সংরক্ষণ শব্দটি সংযোজিত হইবে। ক্রমিক ৩ এ বর্ণিত সংশোধনীর প্রস্তাবসমূহ এ ধারায় অর্ন্তভূক্ত হইবে।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	ব্যবস্থা গ্রহণ; (ঙ) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; (চ) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন এবং এতৎসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; (ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং (জ) সরকার কর্তৃক সময় সময় উহার উপর অর্পিত অন্য যেকোনো দায়িত্ব পালন।			
৬	**১৫। লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।-** (১) কোনো ব্যক্তি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস প্রদানকারী অফিসার- (ক) প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লঙ্ঘন না করিবার জন্য হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গীকার অথবা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনূর্ধ্ব ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে; (খ) দ্বিতীয়বার শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে, লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।	**১৫। লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।-** (১) কোনো ব্যক্তি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস অনুমোদনকারী অফিসার- (ক) প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লঙ্ঘন না করিবার জন্য হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গীকার অথবা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে; (খ) দ্বিতীয়বার শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে, লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে।	(১)(ক) প্রস্তাবিত সংশোধনী আর্থিক দন্ডকে আরও ক্রমবর্ধমান, আনুপাতিক, সংশোধনমুখী এবং কার্যকর প্রতিরোধমূলক করে; (খ) একই সঙ্গে বৈধ ব্যবসা পরিচালনার সুযোগে বারবার শর্তভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লাইসেন্স বাতিলের কঠোর ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে।	**১৫। লাইসেন্স, ইত্যাদির শর্ত ভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা।-** (১) কোনো ব্যক্তি কোনো লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাসের শর্ত ভঙ্গ করিলে লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস অনুমোদনকারী অফিসার- (ক) প্রথমবার শর্ত ভঙ্গের ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ভবিষ্যতে এইরূপ শর্ত লঙ্ঘন না করিবার জন্য হলফনামার মাধ্যমে অঙ্গীকার অথবা মুচলেকা গ্রহণ করিয়া অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক উক্ত অভিযোগের আপোষ নিষ্পত্তি করিতে পারিবে; (খ) পূনরায় শর্তভঙ্গের ক্ষেত্রে, লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিল করিতে পারিবে। (ঘ) লাইসেন্স, পারমিট অথবা পাস বাতিলের ক্ষেত্রে জব্দকৃত মালামাল সরকার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী বিলিবন্দেজ হইবে।
৭		**২৫ক।(ক) আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার, সংরক্ষণ, প্রয়োজনবোধে নির্বাহী তদন্তের প্রতিবেদন।-**	**আইনগত ভিত্তি প্রদান** অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা থাকলেও তার ব্যবহার, বহন বা সংরক্ষণের আইনী ভিত্তি প্রদানের	

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
		(১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন কালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকার প্রাপ্ত অফিসার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা-২০২৪ অনুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, ব্যবহার, সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। (২) গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে ২৫ক(১) এ বর্ণিত অস্ত্র নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাহী তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে। (৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ সকল এনফোর্সমেন্ট অফিস ভবনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল নিশ্চিতপূর্বক নিজস্ব আরমারি বা অস্ত্রাগার নির্মাণ করিতে পারিবে। (খ) হাজতখানা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।- (১) অধিদপ্তর উহার সকল কার্যালয়ে হাজতখানা স্থাপন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। (২) এই আইনের অধীনে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্ত আইনানুগ সময় পর্যন্ত উক্ত হাজতখানায় নিরাপত্তা হেফাজতে আটক রাখা যাইবে। (৩) হাজতখানার নিরাপত্তা, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, জবাবদিহিতা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াবলি সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবে। (৪) পুরুষ ও নারীর জন্য হাজতখানায় পৃথক ব্যবস্থাপনা থাকিবে। শিশুদের জন্য শিশু আইন-২০১৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। (গ) প্রসিকিউশন ও আদালতের কার্যক্রমে সহায়তা।- (১) এ আইনের অধীন অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিচার নিশ্চিতকরণ, মামলা পরিচালনা ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে সহায়তা ও সমন্বয় সাধন, এবং অধিদপ্তর আদালতকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও নথি সরবরাহের উদ্দেশ্যে প্রতি জেলার আদালত ভবনে প্রসিকিউশন শাখা স্থাপন করিতে পারিবে। (২) অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মাদকদ্রব্য অপরাধ সংক্রান্ত মামলা আদালতে পরিচালনাকালীন অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন শাখায় কর্মরত সহকারী প্রসিকিউটর কোর্ট	জন্য ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে। **অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী আত্মরক্ষা** অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োজন। **অন্যান্য বাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা** **জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা** অস্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, অসতর্ক সংরক্ষণ বা অবৈধ বহন দুর্ঘটনা ও অপরাধের ঝুঁকি বাড়ায়। সুস্পষ্ট বিধান জননিরাপত্তা রক্ষায় সহায়ক। জবাবদিহি ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা কে অস্ত্র ব্যবহার করবে, কোথায় রাখা হবে, কীভাবে বহন করা হবে –এসব নির্ধারণ থাকলে অপব্যবহার হলে দায় নির্ধারণ সহজ হয়। **অস্ত্রের অপব্যবহার ও চুরি প্রতিরোধ** নিরাপদ সংরক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণের বিধান থাকলে অস্ত্র হারানো, চুরি হওয়া বা অননুমোদিত ব্যক্তির হাতে যাওয়ার ঝুঁকি কমে। **নতুন বাস্তবতার সঙ্গে আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা** যখন নতুন অস্ত্র ক্রয় করা হচ্ছে, তখন পূর্ববর্তী আইন বর্তমান পরিস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। সংশোধনী আইনের আধুনিকায়ন নিশ্চিত করে। **প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ** ব্যবহারের মানদণ্ড নির্ধারণ অস্ত্র ব্যবহারের আগে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা যাচাই বা নিরাপত্তা প্রটোকল বাধ্যতামূলক করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। **আন্তর্জাতিক মান ও উত্তম চর্চার অনুসরণ** অধিকাংশ দেশে অস্ত্র অধিগ্রহণের পাশাপাশি বহন, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কেও বিস্তারিত নিয়ম থাকে। সংশোধনী সেই	১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালন কালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাধিকার প্রাপ্ত অফিসার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ বহন, পরিবহণ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করিতে পারিবেন। (২) গুলিবর্ষণের ক্ষেত্রে নির্বাহী তদন্ত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইবে। (৩) একমত। তবে এনফোর্সমেন্ট শব্দটি বাদ যাবে। (খ) হাজতখানা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।- (১) একমত (২) একমত (৩) একমত (৪) একমত (গ) প্রসিকিউশন ও আদালতের কার্যক্রমে সহায়তা (১) একমত (২) প্রয়োজন নেই।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
		জিআরও (Genaral Register Officer) হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবে। (৩) প্রসিকিউশন শাখায় নিযুক্ত অফিসার আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নথিপত্র, তদন্ত অগ্রগতি, আলামত প্রদর্শন, সাক্ষীর উপস্থিতি ও পরীক্ষা, এবং বিচার কার্যক্রমে সহায়ক অন্যান্য বিষয় সমন্বয় করিবেন। (৪) সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শক্রমে আদালত ভবনে প্রসিকিউশন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করিবেন।-	মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে পারে। **প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি** স্পষ্ট বিধান থাকলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আদালতের জন্য নিয়ম ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা সহজ হয়। **(i) অধিদপ্তরের হাজতখানা না থাকায় তা অন্তর্ভূক্তকরণ** আসামি গ্রেফতারের পর আদালতে সোপর্দের পূর্ব পর্যন্ত তাহাদের নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা নিশ্চিতের জন্য হাজতখানা প্রয়োজন। **(ii) আসামির মানবাধিকার নিশ্চিত করা** নিরাপদ আবাসন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, খাবার ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা। নির্যাতন বা অমানবিক আচরণের ঝুঁকি কমানো। **(iii) আসামির নিরাপত্তা বৃদ্ধি** আসামি পালিয়ে যাওয়া, আত্মহত্যা বা হাজতে সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ। সিসিটিভি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা। **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা** হাজতে আনা-নেওয়া, সাক্ষাৎ, চিকিৎসা ইত্যাদির রেকর্ড সংরক্ষণ। অভিযোগ তদন্ত সহজ করা। **আদালত ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ** সংবিধান, ফৌজদারি আইন এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদন্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনা। **প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি** হাজত ব্যবস্থাপনার জন্য স্পষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ। **বন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা সহজ করা।** পুরুষ, নারী ও শিশু ব্যক্তিদের সুরক্ষা পৃথক কক্ষ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা। **ঝুঁকিপূর্ণ বন্দিদের জন্য** অতিরিক্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করা।	(৩) প্রসিকিউশন শাখায় নিযুক্ত অফিসার আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য, নথিপত্র, তদন্ত অগ্রগতি, আলামত প্রদর্শন, সাক্ষীর উপস্থিতি এবং বিচার কার্যক্রমে সহায়ক কর্মকর্তা হিসেবে অন্যান্য বিষয় সমন্বয় করিবেন। (৪) প্রয়োজন নেই। তবে বিধিমালায় আনতে হবে।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			(i) প্রসিকিউশন শাখাকে আইনগত ভিত্তি প্রদান দেশের প্রতিটি জেলায় অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই অধিদপ্তরের প্রসিকিউশন শাখাকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা প্রয়োজন। **(ii) মামলা প্রস্তুতির সুবিধা** প্রসিকিউটররা শুনানির আগে নথিপত্র পর্যালোচনা, সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ এবং আইনি কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন। জরুরি ভিত্তিতে মামলা-সংক্রান্ত নথি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা সহজ হয়। **(iii) সাক্ষী, বাদী ও তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা** সাক্ষী, ভুক্তভোগী বা তদন্ত কর্মকর্তার সঙ্গে নিরাপদ পরিবেশে আলোচনা করা যায়। সংবেদনশীল তথ্য ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি কমে। পেশাগত স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি **(iv) প্রসিকিউটররা নির্বিঘ্নে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।** আদালতের কার্যক্রম চলাকালে প্রয়োজনীয় সমন্বয় দ্রুত করা সম্ভব হয়। **(v)নথি ও তথ্যের নিরাপত্তা** গুরুত্বপূর্ণ মামলা-সংক্রান্ত ফাইল, ডিজিটাল তথ্য ও অন্যান্য উপকরণ নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়। **(vi) অননুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ বা তথ্যপ্রাপ্তির ঝুঁকি কমে।** **(vii) বিচার প্রক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি** বিচারক, তদন্তকারী সংস্থা এবং আদালত কর্মচারীদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ ও সমন্বয় সম্ভব হয়। **(viii) শুনানির সময় অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব রোধ** সাক্ষী সুরক্ষা ও হয়রানি প্রতিরোধ সাক্ষীদের আলাদা পরিবেশে রাখা ও প্রস্তুত করা যায়। আসামিপক্ষ বা অন্য কারও প্রভাব বিস্তার বা ভয়ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনা কমে। আদালত থেকে সাক্ষীর সমন ওয়ারেন্ট সংগ্রহ করে সাক্ষীদের নিকট দ্রুত প্রেরণ	

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ করত মামলার বিচার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। **(ix) প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা ও জবাবদিহিতা** রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিসর থাকলে তাদের দায়িত্ব ও কাজের মান উন্নত হয়। প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নথি ব্যবস্থাপনা আরও সুশৃঙ্খল হয়।	
৮	**২৬।বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্য, বস্তু, ইত্যাদি।-**	**২৬।বাজেয়াপ্তযোগ্য মাদকদ্রব্য, বস্তু, ইত্যাদি।-** (৪) জব্দকৃত মাদকদ্রব্য [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] 'বা, ক্ষেত্রমত, 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর আদেশক্রমে উহা ধ্বংস করিতে হইবে।		একমত
৯	**২৭। বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি।-** (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের মামলা চলাকালে কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] যদিএই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আটককৃত কোনো বস্তু বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে, [উক্ত আদালত] অপরাধ প্রমাণিত হউক অথবা না হউক-	**২৭। বাজেয়াপ্তকরণ পদ্ধতি।-** (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের মামলা চলাকালে কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আটককৃত কোনো বস্তু বাজেয়াপ্তযোগ্য, তাহা হইলে, [উক্ত আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত, 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অপরাধ প্রমাণিত হউক অথবা না হউক-		একমত
১০	**২৮। বাজেয়াপ্ত এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য ও দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজ।-** (২) আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক আটককৃত হইলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর উহা উক্ত আটককারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং আটককারী সংস্থা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] আদেশ অনুসারে মহাপরিচালক কিংবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত	**২৮। বাজেয়াপ্ত এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য ও দ্রব্যাদির নিষ্পত্তি অথবা বিলিবন্দেজ।-** (২) আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা দ্রব্য এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক আটককৃত হইলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদানের পর উহা উক্ত আটককারী সংস্থার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে এবং আটককারী সংস্থা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] 'বা, ক্ষেত্রমত, 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' আদেশ অনুসারে মহাপরিচালক কিংবা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহা হস্তান্তর কিংবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।		একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	পদ্ধতিতে উহা হস্তান্তর কিংবা অন্য কোনো প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করিতে পারিবে।			
১১	২৯। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান।-** (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে যে অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল যদি পরিমাণে অত্যধিক হয় অথবা অতি মূল্যবান হয় কিংবা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক কিংবা ঝুঁকিবহুল হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী অফিসার[এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের]অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মালামালের যথোপযুক্ত নমুনা ও প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি উক্ত [আদালতকে] অবিলম্বে অবহিত করিবেন।	২৯। **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল সম্পর্কে বিধান।-** (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তি অথবা বস্তুকে যে অফিসারের নিকট প্রেরণ করা হইবে তিনি যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত ব্যক্তি অথবা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং আটককৃত মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল যদি পরিমাণে অত্যধিক হয় অথবা অতি মূল্যবান হয় কিংবা সংরক্ষণের জন্য অসুবিধাজনক কিংবা ঝুঁকিবহুল হয়, তাহা হইলে তদন্তকারী অফিসার [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] 'বা, ক্ষেত্রমত, 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর অনুমতিক্রমে উক্ত মাদকদ্রব্য অথবা মালামালের যথোপযুক্ত নমুনা ও প্রমাণ সংরক্ষণপূর্বক অবশিষ্ট মাদকদ্রব্য অথবা মালামাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হস্তান্তর, ধ্বংস অথবা অন্য কোনো প্রকারে বিলিবন্দেজ করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি উক্ত [আদালতকে] অবিলম্বে অবহিত করিবেন।		একমত
১২	৩০। **মহাপরিচালক ইত্যাদির তদন্তের ক্ষমতা**।- (১) এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থাকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ক্ষমতা থাকিবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,	৩০। **মহাপরিচালক ইত্যাদির** "মামলার এজাহার ও **তদন্তের ক্ষমতা**।- (১) "ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অধিদপ্তরে এই আইনের অধীন অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার ও" এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ক্ষমতা থাকিবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসারকে	(১) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ২০-২৫ শতাংশ মামলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়ের করা হয়। উক্ত ২০-২৫ শতাংশ মামলার মধ্যে মামলার আসামী খালাস পেলে উক্ত খালাসের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে গেলে আপিলকারী হিসেবে মামলা দায়েরে প্রক্রিয়াগত জটিলতার	৩০। **মহাপরিচালক ইত্যাদির** "মামলার এজাহার দায়ের, মামলা রেকর্ডভূক্ত করণ ও মামলা **তদন্তের ক্ষমতা**।- (১) "ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অধিদপ্তরে এই আইনের অধীন অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার দায়ের, মামলা রেকর্ডভুক্তকরণ ও এই আইনের

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসারকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসারের ক্ষমতা প্রদান করিতে পরিবে।	এই আইনের অধীন "অধিদপ্তরের অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার ও" অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত "কর্মকর্তার ন্যায়" ক্ষমতা প্রদান করিতে পরিবে।	সম্মুখীন হতে হয়। হাইকোট বিভাগ আপিল দায়ের শাখায় মামলা রুজুকারীকে (FIR দায়েরকারী) আপিলকারী হিসেবে উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। ফলে মহাপরিচালক অত্র অধিদপ্তরের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে এখতিয়ার বহির্ভূত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পুলিশ বাদী মামলায় আপিলকারী হিসেবে রাষ্ট্র আপিল করে থাকে সেক্ষেত্রে রুজুকারীর এর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মাদক মামলার ক্ষেত্রে রুজুকারীর প্রয়োজন হয়। আরও উল্লেখ্য যে অধিকাংশ মামলায় অত্র অধিদপ্তর সংবাদদাতা (informant) হওয়ায় আপিলে পক্ষভূক্ত করা হয় না। ফলে আসামি সহসাই জামিনপ্রাপ্ত এমনকি ক্ষেত্র মতে খালাস পেয়ে থাকে। এজন্যই মামলা রুজুকারী হিসেবে এই অধিদপ্তরের এখতিয়ার থাকা প্রয়োজন। **(২) মামলার রুজু ও তদন্তের ধারা স্পষ্টীকরণ** ধারা ২৯ অনুসারে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ কাস্টমস কর্তৃক আটককৃত মাদকদ্রব্য ও আসামী মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট হস্তান্তরকৃত মাদকদ্রব্য এবং মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট আসামির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান থাকিলেও উহা বাস্তবায়নের জন্য এই ধারা সংশোধন করা প্রয়োজন। (৩) ধারা ২৩ অনুসারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ক্ষমতায়িত হওয়ায় থানায় মামলা রুজু করার সময় থানা বিভিন্ন আইনগত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে মামলা রুজু করা সম্ভব হয় না। দ্রুত আইনগত পদক্ষেপের নিমিত্ত তদন্তের পাশাপাশি মামলা রুজুর ক্ষেত্রে মহাপরিচালক কে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন। (৪) মহাপরিচালক এর থানার	অধীন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে মহাপরিচালকের থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের ক্ষমতা থাকিবে। (২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মহাপরিচালকের অধস্তন কোনো অফিসারকে এই আইনের অধীন অধিদপ্তরের অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা দায়ের, রেকডভূক্তকরণ ও অপরাধ তদন্তের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রদান করিতে পরিবে। **তবে মাদকদ্যব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা রেকর্ডভুক্ত করার সংশোধনীর বিষয়ে পুশিশ সদর দপ্তরের প্রতিনিধি আপত্তি উত্থাপন করেন।**

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তদন্ত ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু মামলা রুজুর ক্ষমতা না থাকায় জটিলতা দূর করার জন্য উক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন। (৫) থানায় মামলা দায়েরের সময় বাদি ও তদন্তকারী উপস্থিত থাকার বাদ্ধবাধকতা থাকায় মামলা দায়েরের জটিলতা নিরসন হবে। (৬) মাদকদ্রব্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণে মামলা রুজু ও তদারকি করা সহজ হবে, সাজার হার বৃদ্ধি করা হবে এবং আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হবে।	
১৩	**৩১।মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের সময়সীমা। -** (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্ত- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক	**৩১।মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের সময়সীমা। -** (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্ত- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং (গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে। (২) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার	৩১।মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্তের সময়সীমা। - (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধ তদন্ত- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের]নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; (খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময় হাতেনাতে ধৃত না হইলে মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যপ্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার বা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং (গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে। (২) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের	একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	প্রদত্ত তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং (গ) একই মামলায় গ্রেফতার ও পলাতক ব্যক্তি থাকিলে উক্ত মামলার তদন্ত উপ-ধারা (১) (খ) অনুযায়ী সম্পন্ন হইবে। (২) কোনো যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার	নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোনো অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে; এবং (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা,	মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী অফিসার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখপূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোনো অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট	

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোনো অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত অফিসার- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে; এবং (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত	ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৬) উপ-ধারা (২) অথবা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী, ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধি অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।	সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে; এবং (খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৬) উপ-ধারা (২) অথবা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী, ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধি অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।	

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসার উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা, ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। (৬) উপ-ধারা (২) অথবা (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো তদন্তকার্য সম্পন্ন না করিবার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সংবলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার কিংবা ক্ষেত্রমতে, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী মহাপরিচালক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার অথবা [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী অফিসারই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী, ব্যক্তির অদক্ষতা বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা তাহার বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকরি বিধি অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।			

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
১৪	**৩৩। ব্যাংক হিসাব, ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ ।-** (৩) প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হিসাব অথবা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করণ (Freezing) করা কিংবা সম্পদ যাচাই-বাছাইয়ের (Scrutinizing) অনুমতি প্রদানের জন্য [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] আবেদন করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং যদি তিনি প্রার্থিত অনুমতি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত অফিসার তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে]নির্ধারিত সময়ে অবহিত করিবে।	**৩৩। ব্যাংক হিসাব, ইত্যাদি নিরীক্ষা ও নিষ্ক্রিয়করণ ।-** (৩) প্রয়োজনে তদন্তকারী অফিসার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত হিসাব অথবা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করণ (Freezing) করা কিংবা সম্পদ যাচাই-বাছাইয়ের (Scrutinizing) অনুমতি প্রদানের জন্য [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এ আবেদন করিতে পারিবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবে এবং যদি তিনি প্রার্থিত অনুমতি যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, কর অফিসার অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমতিপ্রাপ্ত অফিসার তাহার পরীক্ষা-নিরীক্ষার অগ্রগতি ও ফলাফল সম্পর্কে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতকে] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' কে নির্ধারিত সময়ে অবহিত করিবে।		৩৩। একমত ৩৩।ক মাদক সংক্রান্ত মানিলন্ডারিং মামলায় প্রয়োজনবোধে মাদকদ্রব্য রিয়রন্ত্রণ অধিদপ্তর বিএফআইইউসহ অন্যান্য সহযোগি সংস্থার সমন্বয়ে বিধি মোতাবেক তদন্তকাজ সম্পন্ন করিতে পরিবে।
১৫	৩৪।**সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।-** (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট	৩৪।**সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।—** (১) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্তকালে যদি তদন্তকারী অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত		একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তির নিকট উক্ত অপরাধের মাধ্যমে উপার্জিত সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে, অনুরূপ বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য, তিনি [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের]নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের]আবেদনকারী অফিসারের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন: আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানির পর আবেদনটির নিষ্পত্তিসাপেক্ষে কারণে কেবল আবেদনকারীকে শুনানি প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ	সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার হস্তান্তর তদন্ত কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদানের জন্য, তিনি [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পেশকৃত আবেদন পর্যালোচনা করিয়া এবং আবেদনকারী ও যাহার বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছে তাহাকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' আবেদনটি নিষ্পত্তি করিবেন এবং যদি তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে, ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তদন্তকার্য সম্পন্ন না হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর আবেদনকারী অফিসারের আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত সময় অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) মাস হইলে তিনি প্রার্থিত আদেশ প্রদান করিবেন: আরও শর্ত থাকে যে, উভয় পক্ষের শুনানির পর আবেদনটির নিষ্পত্তিসাপেক্ষে কারণে কেবল আবেদনকারীকে শুনানি প্রদান করিয়া [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' আবেদনটির ব্যাপারে সাময়িক আদেশ জারি করিতে পারিবে। (৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোনো মামলা চলাকালীন অভিযোগকারী যদি এই মর্মে আবেদন করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার লেনদেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দান করিয়া, প্রয়োজনবোধে, উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে।		

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	জারি করিতে পারিবে। (৩) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের জন্য দায়েরকৃত কোনো মামলা চলাকালীন অভিযোগকারী যদি এই মর্মে আবেদন করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাদকদ্রব্য অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই কারণে তাহার সম্পত্তির বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর অথবা অন্য কোনো প্রকার লেনদেন মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান প্রয়োজন, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] উভয়পক্ষকে যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ দান করিয়া, প্রয়োজনবোধে, উক্তরূপ আদেশ প্রদান করিবে।			
১৬		**৩৫ক। (ক) মাদক সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ।-** (১) সরকার অধিদপ্তরে মাদক সংক্রান্ত সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ শাখা ও ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবরেটরী স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। (২) সাইবার স্পেসে সংগঠিত মাদক অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। (৩) কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, ডার্ক ওয়েব, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ই-মেইল, এনক্রিপটেড মেসেজিং বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া মাদকদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়, সরবরাহ, পরিবহন বা বিতরণের উদ্দেশ্যে যোগাযোগ পরিচালনা করিলে, অথবা মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থা, ই-ওয়ালেট, ভার্চুয়াল সম্পদ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করিলে, তাহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।	**(i) অনলাইনভিত্তিক মাদক বাণিজ্য বৃদ্ধি** বর্তমানে মাদক ব্যবসা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ডার্কওয়েব, এনক্রিপ্টেড অ্যাপ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিচালিত হচ্ছে। প্রচলিত আইনে এগুলো পুরোপুরি শনাক্ত ও নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। (ii) ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য সরবরাহ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি, মোবাইল ব্যাংকিং বা অনলাইন পেমেন্ট ব্যবহার করে মাদকের মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে, যা ট্র্যাক করা তুলনামূলক জটিল। তাই সাইবার অপরাধের দিকটি আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। **(iii) গোপন যোগাযোগ ও সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্ক** মাদক চক্রগুলো এনক্রিপ্টেড মেসেজিং অ্যাপ ও ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে যোগাযোগ করে, যা তদন্ত ও প্রমাণ সংগ্রহকে কঠিন করে তোলে।	(১) একমত (২) ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংগঠিত মাদক অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উক্ত অপরাধের বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। (৩) একমত। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো সংজ্ঞায় উল্লেখ করিতে হইবে।

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
		(৪) ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও জব্দের ক্ষেত্রে— (ক) অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কম্পিউটার, মোবাইল ডিভাইস, সার্ভার, ক্লাউড স্টোরেজ, ডিজিটাল ওয়ালেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ইলেকট্রনিক তথ্য জব্দ, সংরক্ষণ এবং ফরেনসিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন; (খ) মাদকদ্রব্যের প্রচার, ক্রয়, বিক্রয় বা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী কোনো অনলাইন তথ্য-উপাত্ত, ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্ট বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সনাক্ত হইলে উহা অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য মহাপরিচালক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-কে অনুরোধ করিতে পারিবেন।” (৫) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইউনিট স্থাপন:- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার অধিদপ্তরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ইউনিট স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। **(খ) সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচার প্রতিরোধ, অভিযান পরিচালনা ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়।-** (১) বাংলাদেশের মাদকদ্রব্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, পাচার, পরিবহণ ও বিস্তার প্রতিরোধকে জাতীয় অগ্রাধিকারমূলক কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হইবে। (২) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সীমান্তবর্তী এলাকা, আন্তর্জাতিক সীমারেখা সংলগ্ন এলাকা, স্থলবন্দর, নৌবন্দর, বিমানবন্দর এবং মাদক পাচারের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি, অভিযান, তল্লাশি, জব্দ, গ্রেফতার ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন। (৩) সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাহিনী অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ও তথ্য বিনিময়ে সহায়তা প্রদান করিবে।” **(গ) ডগ স্কোয়াড গঠন, পরিচালনা ও ব্যবহার।—** (১) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ,	**(iv) প্রমাণ সংগ্রহ ও তদন্তের আইনি ভিত্তি শক্তিশালী করা** সাইবার অপরাধ অন্তর্ভুক্ত থাকলে ডিজিটাল ডেটা, অনলাইন রেকর্ড, আইপি লগ, ডিভাইস ট্র্যাকিং ইত্যাদি প্রমাণ হিসেবে আইনগতভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়। **(v) আন্তর্জাতিক মাদক চক্র মোকাবিলা** অনেক মাদক সিন্ডিকেট সীমান্ত পেরিয়ে অনলাইনে কাজ করে। সাইবার অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি থাকলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (law enforcement cooperation) সহজ হয়। **(vi) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করা** শুধু শাস্তি নয়, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মনিটরিং, ডিজিটাল নজরদারি ও দ্রুত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মাদক ছড়ানো রোধ করা যায়। **(vii) আইনের আধুনিকীকরণ ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য** বর্তমান মাদক সমস্যার বড় অংশই প্রযুক্তিনির্ভর। তাই পুরনো আইনে নতুন বাস্তবতা অন্তর্ভুক্ত করে আইনকে যুগোপযোগী করা জরুরি। সংক্ষেপে, মাদক ব্যবসা এখন আর শুধু শারীরিক বা স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়—এটি ডিজিটাল ও সাইবারভিত্তিক নেটওয়ার্কে রূপ নিয়েছে। তাই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে সাইবার ক্রাইম সংযোজন আইনকে কার্যকর, আধুনিক এবং বাস্তবসম্মত করার একটি যৌক্তিক পদক্ষেপ। (i) **সীমান্ত এলাকায় মাদক পাচারের উচ্চ ঝুঁকি** সীমান্ত অঞ্চলগুলো (স্থল, নদী বা সমুদ্রপথ) মাদক পাচারের প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই সেখানে নজরদারি প্রয়োজন। **(ii) অপরাধীদের সংগঠিত ও আন্তঃদেশীয় নেটওয়ার্ক** মাদক চক্র প্রায়ই আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত থাকে। একক সংস্থার পক্ষে এসব নেটওয়ার্ক মোকাবিলা করা কঠিন, তাই সমন্বিত ব্যবস্থা জরুরি।	**(৫) মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল স্থাপন:-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার অধিদপ্তরে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সেল স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। একমত একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
		সনাক্তকরণ, তল্লাশি, উদ্ধার এবং আইন প্রয়োগ কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে অধিদপ্তর নিজস্ব ডগ স্কোয়াড গঠন ও পরিচালনা করিতে পারিবে। (২) ডগ স্কোয়াড বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলবন্দর, ডাক ও কুরিয়ার সেবাকেন্দ্র, গুদাম, যানবাহন, ভবন এবং আইনানুগভাবে তল্লাশিযোগ্য অন্য যেকোনো স্থানে ব্যবহৃত হইবে। (৩) ডগ স্কোয়াডের কুকুর, পরিচালনাকারী ইউনিট, কুকুর ক্রয়, চিকিৎসা, আবাসন, পরিবহন, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।”	**(iii) দ্রুত ও কার্যকর অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন** সীমান্ত এলাকায় মাদক দ্রুত স্থানান্তর হয়। তাই আইনগতভাবে অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া স্পষ্ট করা দরকার, যাতে বিলম্ব না হয়। **(iv) আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের অভাব দূর করা** অনেক সময় পুলিশ, বিজিবি, কোস্ট গার্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের ঘাটতি থাকে। আইনগতভাবে সমন্বয় বাধ্যতামূলক করলে কার্যকারিতা বাড়ে। **(v) গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় শক্তিশালী করা** মাদক পাচার প্রতিরোধে গোয়েন্দা তথ্য (intelligence sharing) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইনগত কাঠামো থাকলে তথ্য শেয়ারিং দ্রুত ও নিরাপদ হয়। (vi) সীমান্ত নিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা মাদক পাচার শুধু অপরাধ নয়, এটি সামাজিক ও নিরাপত্তাজনিত হুমকি। সীমান্ত নিরাপত্তা শক্তিশালী হলে জাতীয় নিরাপত্তাও উন্নত হয়। **(vii) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সহজ করা** সীমান্ত-সম্পর্কিত অপরাধ দমনে প্রতিবেশী দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় দরকার হয়। আইনে এ ধরনের বিধান থাকলে সহযোগিতা সহজ হয়। **(i) মাদক শনাক্তকরণে উচ্চ নির্ভুলতা।** প্রশিক্ষিত ডগ স্কোয়াড কুকুর খুব কম সময়েই গন্ধের মাধ্যমে হেরোইন, ইয়াবা, কোকেন বা অন্যান্য মাদক শনাক্ত করতে পারে। মানব-পরিদর্শনের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে এদের ভুলের হার কম হয়, করে লাগেজ, গাড়ি বা গুদামে লুকানো মাদক খুঁজে বের করতে। **(ii) দ্রুত তল্লাশি ও কার্যকর অভিযান পরিচালনা।** বড় আকারের অভিযান, সীমান্ত চেকপোস্ট বা বিমানবন্দর	

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			এলাকায় শত শত ব্যাগ বা যানবাহন হাতেকলমে পরীক্ষা করা সময়সাপেক্ষ। ডগ স্কোয়াড ব্যবহার করলে অল্প সময়ে বিস্তৃত এলাকা স্ক্যান করা যায়, ফলে অভিযানগত দক্ষতা বাড়ে। **(iii) প্রমাণ সংগ্রহে সহায়তা।** অনেক ক্ষেত্রে আদালতে মাদক মামলায় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ। ডগ স্কোয়াডের শনাক্তকরণ পুলিশি তদন্তকে শক্তিশালী করে এবং পরবর্তী ফলো-আপ তল্লাশির ভিত্তি তৈরি করে। **(iv) সীমান্ত ও প্রবেশপথে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি।** বিমানবন্দর, নৌবন্দর এবং স্থলবন্দরে মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে ডগ স্কয়াড একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কার্যকর পদ্ধতি। **(v) আধুনিক আইন-প্রয়োগ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য।** অনেক দেশেই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে K9 unit বা ডগ স্কোয়াড একটি স্ট্যান্ডার্ড অংশ। আইন সংশোধনের মাধ্যমে এটির আইনি ভিত্তি দিলে এটি নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়।	
১৭	**৩৬। ধারা ৯ এবং ১০ এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড।-** **(৪)** এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকসেবন ব্যতীত অন্য কোনোরূপ মাদক অপরাধী হিসাবে প্রতীয়মান না হন, তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিবেচনাপূর্বক যে-কোনো মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বীয় অথবা পরিবারের ব্যয়ের মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি এইরূপ মাদকাসক্তির চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ	**৩৬। ধারা ৯ এবং ১০ এর বিধান লঙ্ঘনের দন্ড।-** **(৪)** এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এ যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাদকসেবন ব্যতীত অন্য কোনোরূপ মাদক অপরাধী হিসাবে প্রতীয়মান না হন, তাহা হইলে উক্ত আদালত উক্ত ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিবেচনাপূর্বক যে-কোনো মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বীয় অথবা পরিবারের ব্যয়ের মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত মাদকাসক্ত ব্যক্তি এইরূপ মাদকাসক্তির চিকিৎসা গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড ও অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে। **(৭) অপরাধীর বয়স, স্বভাব –চরিত্র, প্রাক পরিচয় অথবা শারিরীক ও মানসিক অবস্থা এবং অপরাধের ধরণ অথবা অপরাধ সংগঠনে শাস্তি লাঘবকারী পরিস্থিতি বিবেচনাপূর্বক	**নতুন ধরনের মাদকের দ্রুত বিস্তার মোকাবিলা** প্রচলিত মাদকদ্রব্যের তালিকায় না থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলোকে সামান্য পরিবর্তন করে বাজারে আনা হয়। পৃথক উপধারা থাকলে এসব নতুন পদার্থকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়। **আইনের ফাঁকফোকর বন্ধ করা** অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীরা রাসায়নিক গঠন সামান্য পরিবর্তন করে দাবি করে যে পদার্থটি নিষিদ্ধ তালিকায় নেই। NPS সংক্রান্ত বিধান এই সুযোগ কমিয়ে দেয়। **জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা** এসব পদার্থের প্রভাব, বিষক্রিয়া এবং দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি সম্পর্কে প্রায়ই পর্যাপ্ত তথ্য থাকে না। সংবিধানের ১৮(১) ফলে জনগণ, করে তরুণদের	একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	করেন, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ৬ (ছয়) মাস অনূর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।	**সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজন অনুসারে The Probation of offenders Ordinance, 1960 এর অধিন আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহন করিতে পারিবে এবং সরকার প্রয়োজনে আলাদা প্রবেশন বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।** **(৮) অধিদপ্তরের লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে কেহ বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিলে অনূর্ধ্ব ১ বছর কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবে।** **(৯) সরকার কর্তৃক বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করিবার পর অনুমতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান 'বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১' মোতাবেক পরিচালনা না করা হইলে তাহাকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিয়া লাইসেন্সটি মহাপরিচালক বাতিল করিতে পারিবে।** **(১০) উপধারা (৯) এর অধীন প্রদত্ত বাতিল আদেশের দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি বাতিল আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।** **(১১) নিউ সাইকোঅ্যাকটিভ (New Psychoactive Substance) এর আবির্ভূত ও চিহ্নিত হওয়া মাত্রই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তর এতদসংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা (Early Warning System) জারি করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।**	স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি** পুলিশ, শুল্ক কর্তৃপক্ষ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলো নতুন পদার্থ শনাক্ত ও জব্দ করার স্পষ্ট আইনি ভিত্তি পায়। **আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে সামঞ্জস্য** অনেক দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা NPS নিয়ন্ত্রণে বিধান গ্রহণ করেছে। জাতীয় আইনেও এ ধরনের উপধারা যুক্ত হলে আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। **বিচারিক জটিলতা হ্রাস** আদালতে কোনো পদার্থ নিষিদ্ধ কি না তা নিয়ে বিতর্ক কমে। আইন আরও স্পষ্ট ও প্রয়োগযোগ্য হয়। ভবিষ্যৎমুখী আইন প্রণয়ন নতুন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার ও অপব্যবহারের প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। তাই একটি বিস্তৃত NPS উপধারা ভবিষ্যতে উদ্ভূত পদার্থগুলোকেও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয়। সংক্ষেপে, NPS উপধারা সংযোজনের মূল উদ্দেশ্য হলো নতুন ও দ্রুত পরিবর্তনশীল মাদকদ্রব্যের বাজারকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা, জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং আইনের ফাঁকফোকর দূর করা।	
১৮	**৪৪। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি। -** (১) এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে। (২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, উহার এখতিয়ারাধীন	**৪৪। অপরাধের বিচার, ইত্যাদি। -** (১) এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত 'বা, ক্ষেত্রমত 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' কর্তৃক বিচার্য হইবে। (১ক) উপধারা (১) এ বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও, সরকার দ্রুত, কার্যকর ও বিশেষায়িত বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক **'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল'** গঠন করিতে পারিবে এবং উহাতে মাদকদ্রব্য অপরাধসমূহ	২০১৮ সালের সংশোধনের পর ট্রাইব্যুনাল বাদ দিয়ে "এখতিয়ারসম্পন্ন সাধারণ আদালত" -এ মামলা চলায় যে জট তৈরি হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে আবার সংশোধন করে সরকারকে প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষমতা দেওয়ার যৌক্তিকতা কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়– **১) মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি (Speedy Trial নিশ্চিত করা)**	২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ৪৪ এর পর নতুন ধারা ৪৪ক সংযোজন "৪৪ক। ট্রাইব্যুনাল স্থাপন।—(১) এই আইনের অধীন অন্যূন ৫ (পাঁচ) বছর বা ততোধিক মেয়াদের কারাদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ আমলেগ্রহণ ও বিচারের জন্য সরকার প্রত্যেক জেলা বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর এলাকার জন্য ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করিয়া এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করিতে

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	এলাকার জন্য, কেবল মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচারের নিমিত্ত, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত নির্দিষ্ট করিবেন।	বিচার্য হইবে। (১খ) সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই আইনের ধারা ৩৬(১) এ বর্ণিত সারণির কলাম ৩ এ উল্লিখিত দন্ডের কোন অংশ এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত ও কোন অংশ **'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল'** এ বিচার্য হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে। (১গ) উপধারা (১ক) এ উল্লেখিত ট্রাইবুন্যাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত মামলা পরিচালনার প্রক্রিয়াকে বারিত করিবে না। (২) উপধারা (১ক) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে। (৩) প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালে জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার অফিসারদের মধ্য হইতে বিচারক নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি একজন জজ (Special Judge) হিসেবে গণ্য হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় জেলা জজ না থাকিলে উক্ত জেলার দায়রা জজ তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এর দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) এই ধারার অধীন ট্রাইব্যুনাল স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সংশ্লিষ্ট জেলার যে কোনো অতিরিক্ত জেলা জজ বা দায়রা জজকে তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে। (৫) 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' একটি বিচারিক দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিচার পরিচালনার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী একজন দায়রা জজ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।	মাদক মামলার সংখ্যা অনেক বেশি এবং এগুলো সাধারণ ফৌজদারি আদালতের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। ফলে– বিচার বিলম্বিত হ য় দীর্ঘদিন আসামি আটক থাকে সাক্ষ্য গ্রহণ ও রায় প্রদানে দেরি হয় ট্রাইব্যুনাল থাকলে শুধু নির্দিষ্ট ধরনের মামলা (মাদক) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা কাঠামো তৈরি হয়, যা বিচারগত গতি বাড়ায়। **২) বিশেষায়িত বিচারব্যবস্থা (Specialized Court System)** মাদক মামলায়– জব্দ তালিকা, ফরেনসিক রিপোর্ট, সিজার মেমো, তদন্ত পদ্ধতি এসব প্রযুক্তিগত ও বিশেষায়িত বিষয় থাকে। ট্রাইব্যুনাল থাকলে একজন বিচারক/প্যানেল এসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে আরও সঠিক ও দক্ষ বিচার করতে পারেন। **৩) বিচারিক আদালতের চাপ কমানো (Case Backlog কমানো)** সাধারণ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত শুধু মাদক নয়–হত্যা, চুরি, নারী ও শিশু নির্যাতন অন্যান্য ফৌজদারি মামলা সবকিছুই পরিচালনা করে। ফলে মাদক মামলা ট্রাইব্যুনালে দিলে: backlog কমে অন্যান্য গুরুতর মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয়। **৪) প্রমাণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি** মাদক মামলায় প্রমাণ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাইব্যুনাল থাকলে– প্রমাণ উপস্থাপনে একরূপতা থাকে procedural ভুল কমে খালাস বা বাতিল হওয়ার হার কমতে পারে (যদি তদন্ত ঠিক থাকে) **৫) প্রশাসনিক নমনীয়তা**	পারিবে; এইরূপ ট্রাইব্যুনাল 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' নামে অভিহিত হইবে। (২) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সরকার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে। (৩) এই ধারার অধীন কোন জেলায় বা মহানগর এলাকার জন্য মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হইলে উক্ত জেলা বা মহানগর এলাকায় উপধারা (১) এ বর্ণিত অপরাধ আমলেগ্রহণ ও বিচার করিবার ক্ষেত্রে ধারা ৪৪-এ উল্লিখিত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের এখতিয়ার বিলুপ্ত হইবে এবং এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারাধীন এরূপ মামলা ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে। (৪) উপধারা (৩) এর অধীন কোনো মামলা যেই পর্যায় হইতে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে সেই পর্যায় হইতে উক্ত মামলার বিচারকার্য পরিচালিত হইবে।"

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
			(Flexibility for Government) "সরকার প্রয়োজনে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারবে" এমন বিধান রাখলে– মামলা বাড়লে দ্রুত নতুন ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা যায় অঞ্চলভিত্তিক চাপ অনুযায়ী আদালত স্থাপন করা যায় স্থায়ী কাঠামোর বদলে পরিস্থিতিভিত্তিক সমাধান সম্ভব হয় **৬) বিচার ব্যবস্থার ভারসাম্য (Balanced Judicial Distribution)** সব মামলা এক ধরনের আদালতে না রেখে ভাগ করলে– বিচারকরা অতিরিক্ত চাপমুক্ত থাকেন মানসম্মত রায় দেওয়ার সুযোগ বাড়ে বিচারিক দক্ষতা বাড়ে। **৭) আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য** অনেক দেশেই মাদক, দুর্নীতি বা সন্ত্রাসবাদের মতো ক্ষেত্রে– ট্রাইব্যুনাল বা ড্রাগ কোর্ট থাকে যা দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে।	
১৯	**৪৭। জামিন সংক্রান্ত বিধান।–** (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইবে না, যদি- (ক) তাহাকে মুক্তি প্রদানের আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করা না হয়; এবং (খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] সন্তুষ্ট হন; অথবা (গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি	**৪৭। জামিন সংক্রান্ত বিধান।–** (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করা হইবে না, যদি- (ক) তাহাকে মুক্তি প্রদানের আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানির সুযোগ প্রদান করা না হয়; এবং (খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' সন্তুষ্ট হন; অথবা (গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি প্রদানের কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' সন্তুষ্ট না হয়। (২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর, তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' বা, ক্ষেত্রমত, আপিল আদালত		একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	প্রদানের কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] সন্তুষ্ট না হয়। (২) কোনো মাদকদ্রব্য অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর, তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] বা, ক্ষেত্রমত, আপিল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত]বা আপিল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।	এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' বা আপিল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।		
২০	**৪৮। বিচারের পদ্ধতি।—** এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক কারাদন্ড না হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।	**৪৮। বিচারের পদ্ধতি।—** **(১)** এই আইনের অধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক কারাদন্ড না হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলার বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির অধ্যায় ২২ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে। (২) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার অগ্রাধীকার ও দ্রুত নিষ্পত্তি মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শুনানি, আদেশ এবং কার্যক্রম যথাযথভাবে লিখিত বা ডিজিটাল রেকর্ড আকারে সংরক্ষণ করিতে হইবে। (৩) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলা সমূহের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে এবং অধিদপ্তরে একটি স্বতন্ত্র 'মামলা ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ সেল' থাকিবে। (৪) মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীকে মামলা পরিচালনায় যথাযথ প্রস্তুতি, সাক্ষ্য উপস্থাপন ও যুক্তি তর্ক উপস্থাপনে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে হইবে।		একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
		(৫) সরকার মাদক সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত কৌঁসুলি প্যানেল গঠন করিতে পারিবে।		
২১	৪৯। **বিচারকার্য মুলতবি।—** [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে]মামলার বিচারকার্য আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম চলিবে, তবে [উক্ত আদালত] যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মুলতবি করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, যাহা তিন কার্য দিবসের অধিক হইবে না, বিচারকার্য মুলতবি করা যাইবে।	৪৯। **বিচারকার্য মুলতবি।—** [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এ মামলার বিচারকার্য আরম্ভ হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম চলিবে, তবে [উক্ত আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মুলতবি করা একান্ত প্রয়োজন, তাহা হইলে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য, যাহা তিন কার্য দিবসের অধিক হইবে না, বিচারকার্য মুলতবি করা যাইবে।		একমত
২২	**৫০।বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত অন্য অপরাধের বিচার।-** এই আইনের অন্য কোনো বিধান অথবা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলার মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ যদি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত একই সঙ্গে হওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটি বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত, যতদূর সম্ভব, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে একই সঙ্গে বিচার্য হইবে।	**৫০।বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত জড়িত অন্য অপরাধের বিচার।-**এই আইনের অন্য কোনো বিধান অথবা অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এ বিচারাধীন কোনো মামলার মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত অন্য কোনো অপরাধ যদি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উক্ত অন্য অপরাধের বিচার বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত একই সঙ্গে হওয়া উচিত, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটি বিচারাধীন মাদকদ্রব্য অপরাধের সহিত, যতদূর সম্ভব, এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' এ একই সঙ্গে বিচার্য হইবে।		একমত
২৩	**৫১। বিচার সমাপ্তির মেয়াদ।-** (১) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নববই) কার্যদিবসের	**৫১।বিচার সমাপ্তির মেয়াদ।-** (১) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নববই) কার্যদিবসের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত 'বা, ক্ষেত্রমত 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল'		একমত

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার সমাপ্ত করিতে হইবে।; (২) কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো বিচার সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে বিচার সমাপ্ত করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে কোনো বিচার কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার কার্য সমাপ্তির জন্য সর্বশেষ আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে আবশ্যিকভাবে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।	কর্তৃক মাদকদ্রব্য অপরাধের বিচার সমাপ্ত করিতে হইবে।; (২) কোনো অনিবার্য কারণে উক্ত মেয়াদের মধ্যে কোনো বিচার সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে বিচার সমাপ্ত করিতে পারিবে এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়ের মধ্যেও যদি যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণে কোনো বিচার কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে [এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত] 'বা, ক্ষেত্রমত'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার কার্য সমাপ্তির জন্য সর্বশেষ আরও ১৫ (পনেরো) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করিতে পারিবে এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (৫) বিচারের রায়ের কপি মামলা দায়েরকারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।		
২৪	**(৫৩) আপিল।** - এখতিয়ারসম্পন্ন অদালতের রায়ের বিরুদ্ধে, রায় প্রদানের তারিখ হইতে ৩০(ত্রিশ)	**৫৩। আপিল। - (১)** (২) 'মাদকদ্রব্য অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল' কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ,	মাদক সংশ্লিষ্ট মামলাগুলিতে আসামীগণ খালাস পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের করা সম্ভব হয়না বিধায় আপিল দায়েরের সার্থে অত্র সংশোধনী	**২০১৮ সনের ৬৩নং আইনের ধারা ৫৩-এর প্রতিস্থাপন। -উক্ত আইনের ধারা ৫৩-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-**

ক্রমিক	বিদ্যমান আইনের ধারা	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিদ্যমান আইন সংশোধনের প্রস্তাবিত ধারা	যৌক্তিকতা	আন্ত: মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত
	কার্যদিবসের মধ্যে, আপিল করা যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।	রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন। (৩) উপধারা (১) এবং (২) এ কার্যদিবস গণনার ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা 'মাদকদ্রব্য অপরাধ বিচার্য ট্রাইব্যুনালে' প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে সময় অতিবাহিত হইবে, উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে।" (৪) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৪১৭ ধারার বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন মাদক অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলায় খালাস আদেশের বিরুদ্ধে অধিদপ্তর আপিল দায়ের করার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীগণ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে গণ্য হইবে।	প্রস্তাব করা প্রয়োজন। (১) মাদকদ্রব্য অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ২০-২৫ শতাংশ মামলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়ের করা হয়। উক্ত ২০-২৫ শতাংশ মামলার মধ্যে মামলার আসামী খালাস পেলে উক্ত খালাসের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করতে গেলে আপিলকারী হিসেবে মামলা দায়েরে প্রক্রিয়াগত জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। হাইকোর্ট বিভাগ আপিল দায়ের শাখায় মামলা রুজুকারীকে (FIR দায়েরকারী) আপিলকারী হিসেবে উল্লেখ করার জন্য বলা হয়। ফলে মহাপরিচালক অত্র অধিদপ্তরের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে এখতিয়ার বহির্ভূত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পুলিশ বাদী মামলায় আপিলকারী হিসেবে রাষ্ট্র আপিল করে থাকে সেক্ষেত্রে রুজুকারীর এর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মাদক মামলার ক্ষেত্রে রুজুকারীর প্রয়োজন হয়। আরও উল্লেখ্য যে অধিকাংশ মামলায় অত্র অধিদপ্তর সংবাদদাতা (informant) হওয়ায় আপিলে পক্ষভূক্ত করা হয় না। ফলে আসামি সহসাই জামিনপ্রাপ্ত এমনকি ক্ষেত্র মতে খালাস পেয়ে থাকে। এজন্যই মামলা রুজুকারী হিসেবে এই অধিদপ্তরের এখতিয়ার থাকা প্রয়োজন।	"৫৩। আপিল।–(১) এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুদ্ধ পক্ষ, উক্ত রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, এখতিয়ারবান ফৌজদারি আদালতে আপিল করিতে পারিবেন। (২) ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুদ্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করিতে পারিবেন। (৩) উপধারা (১) এবং (২) এ কার্যদিবস গণনার ক্ষেত্রে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশের জাবেদা নকল পাওয়ার জন্য যে, সময় অতিবাহিত হইবে, উহা উক্ত সময় হইতে কর্তন করিতে হইবে"। (৪) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ৪১৭ ধারার বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন মাদক অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলায় খালাস আদেশের বিরুদ্ধে অধিদপ্তর আপিল দায়ের করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে অধিদপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত প্যানেল আইনজীবীগণ পাবলিক প্রসিকিউটরের সহায়ক হিসেবে গণ্য হইবে। তবে আপীল আদালত নিধারণ করতে হবে।